প্রথম আলো

তারিখ ... 28 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

ভোলা সরকারি কলেজ

৯৫ পদের মধ্যে ৪৫টি শূন্য পাঠদানে ব্যাঘাত

ভোলা প্রতিনিধি ●

ভোলা সরকারি কলেজে আট হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। শিক্ষকের পদ রয়েছে ৯৫টি। এর মধ্যে ৪৫টিই শূন্য। অনেক শিক্ষক ভোলায় থাকতে চান না। তাঁরা বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যান। শিক্ষকসংকটের কারণে পাঠদানে ব্যাঘাত ঘটছে।

কয়েকজন শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিদিনের পরিবর্তে সপ্তাহে মাত্র দু-এক দিন ক্লাস হচ্ছে। অনেক সময় সপ্তাহে, দুই সপ্তাহেও ক্লাস হয় না। ক্লাসে সব বিষয় পড়ানো হয় না। সিলেবাস শেষ করার আগেই পরীক্ষা শুরু হয়। ভালো প্রস্তুতি ছাড়াই তাঁদের পরীক্ষায় বসতে হয়। এতে তাঁরা বাড়তি চাপ অনুভব করেন। পরীক্ষায় খারাপ ফল করেন।

কলেজ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৬টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান), ১৩টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর, স্নাতক (পাস) ও এইচএসসি মিলিয়ে ৯৫ জন শিক্ষকের পদের মধ্যে ৫০ জন আছেন।

বাংলা বিভাগে সাতজনের মধ্যে আছেন পাঁচজন শিক্ষক। বিভাগীয়

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

৯৫ পদের মধ্যে ৪৫টি শূন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধান মো. শরীফুজ্জামান বলেন, তাঁরা এইচএসসি, স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তরসহ ১ হাজার ৬৩০ শিক্ষার্থীকে পাঠদান করেন। এই বিভাগের শূন্যপদ পূরণ এবং আরও তিনটি পদ সৃষ্টি জরুরি।

ইংরেজি বিভাগে ছয়টি পদের মধ্যে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপকসহ তিনজনের পদ শূন্য। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। বিভাগীয় প্রধান কাজী মো. হাসান বলেন, তাঁদের এইচএসসিতে ক্লাস নিতে হয়। এ ছাড়া স্নাতক (সম্মান ও পাস) ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। এখানে আরও ছয়টি পদ সৃষ্টিসহ শূন্যপদ পূরণের দাবি করেন তিনি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ছয়জনের মধ্যে আছেন চারজন শিক্ষক। বিভাগীয় প্রধান মো. গোলাম জাকারিয়া বলেন, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা, দৈনন্দিন সমস্যাসহ কোনো না কোনো কারণে চারজনের দুজন শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন। ক্লাস নিচ্ছেন অন্য দুজন। এতে বিভাগ চলে না। শূন্যপদ পূরণ ও কমপক্ষে আরও ছয়টি পদ সৃষ্টি জরুরি।

প্রাণিবিদ্যায় পাঁচজনের মধ্যে আছেন দুজন শিক্ষক। এই বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০ জন। বিভাগীয় প্রধান মো. মোমেন মিঞা বলেন, এখানে প্রভাষকের পদগুলো শূন্য। দুজনে ক্লাস করতে গিয়ে ভোগান্তির শেষ নেই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষক বলেন, এখানে শিক্ষকদের থাকার আবাসিক ব্যবস্থা নেই। অন্য জেলার সঙ্গে যাতায়াতব্যবস্থাও ভালো নয়। কলেজে যতসংখ্যক শিক্ষার্থী, তার তুলনায় শিক্ষক কম। এ জন্য বেশি বেশি ক্লাস করতে হয়। শিক্ষকদের ওপর চাপ পড়ছে বেশি। এখানে শিক্ষকেরা শাস্তিমূলক বদলি মনে করেন। এ কারণে অনেকে পরে আবার বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যান। শিক্ষক ধরে রাখতে কলেজের নিজস্ব আবাসিক ব্যবস্থা করা জরুরি।

অধ্যক্ষ পারভীন আখতার বলেন, 'প্রতিটি সম্মান বিষয়ে ১২ জন শিক্ষকের পদ থাকা জরুরি। এ জন্য নতুন পদ সৃষ্টিসহ শূন্যপদ পূরণে মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালকের কার্যালয়ে (ডিজি) তদবির করছি। কিছু শিক্ষক আনছি, কিন্তু অন্য পথে তাঁরা তদবির করে চলে যাচ্ছেন। এই তদবির প্রথা বন্ধ করা জরুরি। ভোলায় আসা সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোও জরুরি।'